31

বক্তব্যের নোট নেওয়া ও দেওয়া

31.1 প্রস্তাবনা

নোট করা একটি অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এই দক্ষতা আমাদের খুবই সাহায্য করে। সব কিছু আমরা মনে রাখতে পারি না। শব্দ ধরে ধরে কোনো পঠিত অংশকে স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভব। নোট আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সংগ্রহ করে তাকেও স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

31.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- নোট কেন করব তা জানতে পারবেন;
- উক্ত বিষয়-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন;
- নোট করার কৌশল অর্জন করতে পারবেন।

31.3 বিষয়ের রূপরেখা

নোট করা কী?

বিষয় একক ধরে ধরে মূল ও তার সহায়কভাবকে সংক্ষেপ করাই হল নোট। মনে রাখতে হবে নোট যেন সহজ হয়। নোট করার কয়েক মাস পরে যদি তা পড়ে কিছুই না বোঝা যায় তাহলে সেগুলিকে আদর্শ নোট বলে না।

কেমন করে নোট করতে হয়?

- কেন্দ্রীয় ভাবটি বুঝতে গোটা অনুচ্ছেদটি পড়ুন।
- মূলভাব বা ভাবগুলিকে সুনির্দিষ্ট করতে একাধিকবার পড়ুন।
- মূলভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয় এককগুলি বাছুন।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

- পাঠ্য বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে।
- নোট ছোটো হবে।
- বিষয় ধরে ধরে নোট করতে হবে। পুরো বাক্যে নোট করা চলবে না।
- জানা শব্দসংক্ষেপ ও প্রতীক দরকারে ব্যবহার করুন।
- পরপর যুক্তি বসিয়ে বিষয়টি সাজান।
- অলংকার ও বিশেষ অর্থসূচক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করবেন না।
- উদাহরণ ও উদ্ধৃতি প্রয়োগ করবেন না।

31.4 নোট করার দুটি নমুনা

১ম নমুনা:

ভুল এমনই একটা চিরন্তন ব্যাপার, যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা মুনি-ঋষিরাও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। সত্যি ভুল একটা মানবীয় ধর্ম। সুতরাং ধর্মই যদি হল, তাহলে 'ভুল কী করে হয়' এ ধরনের প্রশ্নে নিজেকে বা অপরকে বিব্রত করা বিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবনে এই ভুল মাঝে মাঝে এতো দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির কারণ হয়, ভুলের মাশুল এত বেশি ভার বোঝা এমনকি মারাত্মক হয়ে পড়ে যে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে কেবল উদ্‌গ্রীব নয়, রীতিমতো উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারে না। ভুলটা কী করে হল, কেমন করে এর পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, সেটা সে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

ভুল অনেক রকমের হয়— সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা বিচারবুদ্ধির ত্রুটির জন্যে আমরা ভুল করে বসি। সতর্কতা বা চেষ্টা থাকলে সেই সব ভুল হয়তো এড়ানো খুব কঠিন নয় ; আবার চেষ্টা করলেই যে সব সময় ভুল এড়ানো যায় তা তো নয়, 'পেটে আসছে মুখে আসছে না' অবস্থা আমাদের আরও বিপাকে ফেলে। অথবা এক ভুল শোধরাতে গিয়ে আর-এক ভুল করে বসি।

আলোচনা :

আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ভুল করা যে মানুষের ধর্ম সে সম্পর্কেই এই অনুচ্ছেদ দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য চিহ্নিত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদটির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল :

ভুল মানুষের ধর্ম—এবার দেখা যাক্ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মূলভাবটি কী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রধান ভাবটি হল : ভুল হয় অনেক রকমের। যেমন—

(ক) সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য মানুষের ভুল হয়।

(খ) বিচারবিবেচনায় ত্রুটি থাকার জন্যও ভুল হয়।

(গ) চেষ্টা করলে এসব ভুল মানুষ এড়াতেও পারে।

(ঘ) আবার অনেক সময় চেষ্টা করেও এ ভুল এড়ানো সম্ভব হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুচ্ছেদ দুটির নোট

1. নামকরণ : ভুল করাই মানুষের ধর্ম।
2. ভুলের কারণ : সীমিত জ্ঞান বা বিচারবিবেচনায় ত্রুটি।
3. ভুলের মাশুল : চরম ভুলে জীবন বিপন্ন।
4. ভুল দূরীকরণের চেষ্টা : একশ ভাগ ভুল সংশোধন অসম্ভব। সব সময় সফল হয় না।

২য় নমুনা :

কোনো স্থান সম্পর্কেই সাধারণ কাকেদের কোনো বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি দেখা গেছে। ঝোপ-জঙ্গল বা সভ্য মানুষের বসতি বর্জিত অঞ্চলগুলিতে তাদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। সুদূর পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতেও তারা মানুষের খুব সান্নিধ্যে থাকে। এখানে প্রধানত মাঠে-খেতে তাদের দেখা যায়। তারা দল বেঁধে প্রত্যহ আহারের সন্ধানে বের হয় এবং দিনের শেষে সদলবলে নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু নগর এলাকায় এরা যেন এক স্বতন্ত্র জীব—তখন এরা দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মপ্রত্যয়ে অটল। মানুষকে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই—মানুষের সঙ্গে চাতুরি করতেও তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মফস্‌সল অঞ্চলে থাকতে দলবদ্ধ হয়ে থাকার যে অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, এখানে তারা তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। কারণ শহরে তারা নিজেদের বেশি নিরাপদ বলে মনে করে। শহরাঞ্চলে এরা মূলত আবর্জনা থেকেই খাদ্য আহরণ করে জীবনধারণ করে এবং সেইদিক থেকে এদের উপকারিতার তুলনা হয় না। তরি-তরকারি এবং মাছ-মাংসের ফেলে দেওয়া অংশ থেকে শুরু করে ডিমের খোসা, অন্যান্য পাখির ছানা এবং রান্নাঘরের জঞ্জাল সবকিছু থেকেই এরা খাদ্যবস্তু আহরণ করে থাকে।

আলোচনা :

অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনারা বুঝেছেন যে সাধারণ কাকদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সে চরিত্র পল্লি অঞ্চলে একরকম, শহরাঞ্চলে ভিন্ন।

অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এর মূল বক্তব্য বা বক্তব্যসমূহ চিহ্নিত করব।

অনুচ্ছেদটির প্রধান বক্তব্য হল :

ক। কাকেদের নির্দিষ্ট কোনও স্থানের প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

খ। পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতে মানুষের কাছাকাছি তারা থাকে।

গ। পল্লি অঞ্চলে দল বেঁধে তারা খাদ্যের সন্ধানে যায় এবং সদলবলেই ফিরে আসে।

ঘ। শহরে তাদের চরিত্র ভিন্ন—মানুষকে ভয় পায় না। মানুষের সঙ্গে চাতুরি করে।

ঙ। শহরে প্রধানত আবর্জনা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষের উপকার করে।

অনুচ্ছেদটির নোট

নামকরণ : **কাক-চরিত**

1. কাকেদের পল্লি অঞ্চল থেকে শহর অধিকতর পছন্দ।
2. পল্লি অঞ্চলে : (ক) এদের দলবদ্ধ গতিবিধি। (খ) মাঠে-খেতেই এদের চলাফেরা বেশি।
3. শহরাঞ্চলে : (ক) মানুষ থেকে ভয় নেই। (খ) দাম্ভিক (গ) আত্মকেন্দ্রিক (ঘ) আত্মপ্রত্যয়ে অটল।

শব্দার্থ ও টীকা

4. কিছু ক্ষেত্রে মানুষের উপকারী।
5. **এরা খায় :** (ক) তরি-তরকারির খোসা। (খ) মাছ-মাংসের নোংরা। (গ) ডিমের খোসা। (ঘ) অন্যান্য পাখির ছানা।

পাঠগত প্রশ্ন : 31.1

1. নোট করার দক্ষতা জানা কেন দরকার তা তিনটি বাক্যে লিখুন।
2. নোট করা সম্বন্ধে অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।
3. কেমন করে নোট করতে হয় তা তিনটি বাক্যে লিখুন।

31.5 আপনি যা শিখলেন

- বিষয় এককগুলি বার করতে।
- সহায়ক ভাবকে চিহ্নিত করতে।
- মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বুঝতে।

31.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নোট তৈরি করুন :

দর্শন হল এমন এক শাস্ত্র যা সমগ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে। দর্শনের সঙ্গে জীবনের এক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। দর্শন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করেই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। যে-কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো-না-কোনো ধারণা আছে। মানবজীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত কোনো দার্শনিক মতের যথার্থ কোনো মূল্য নেই। আজকাল অনেকে বলেন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এরূপ বক্তব্য যথার্থ নয়। দার্শনিক অনুসন্ধান আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটায় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দর্শনকে চিন্তার এক বিলাসিতা মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দার্শনিক সত্যানুসন্ধানের এক স্বতঃমূল্য আছে। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে মানুষ উচ্চ মননশক্তির অধিকারী হয়। ফলে যে-কোনো জটিল বিতর্কমূলক বিষয় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং সে-সম্পর্কে তার বিচারসম্মত অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। দর্শন জীবনের গভীরতম প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। দার্শনিক চিন্তা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সুস্থ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপন সম্ভব নয়। জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরন্তন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং যতদিন তার এই জ্ঞানপিপাসা থাকবে ততদিন দর্শনের মূল্য থাকবে। সুতরাং, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এই বিচারে দর্শন আমাদের জীবনের দিগ্‌দর্শন।

31.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

31.1

1. বিষয় সংগ্রহ ও স্মৃতিতে ধরে রাখা।
2. মূল ও সহায়ক ভাবকে সহজে ও সংক্ষেপে লেখা।
3. অনুচ্ছেদটি একাধিকবার পড়া, চিহ্নিত করা ও মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বাছা।